আইন সহায়িকা

USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

blast
ব্লাস্ট

WINROCK
INTERNATIONAL

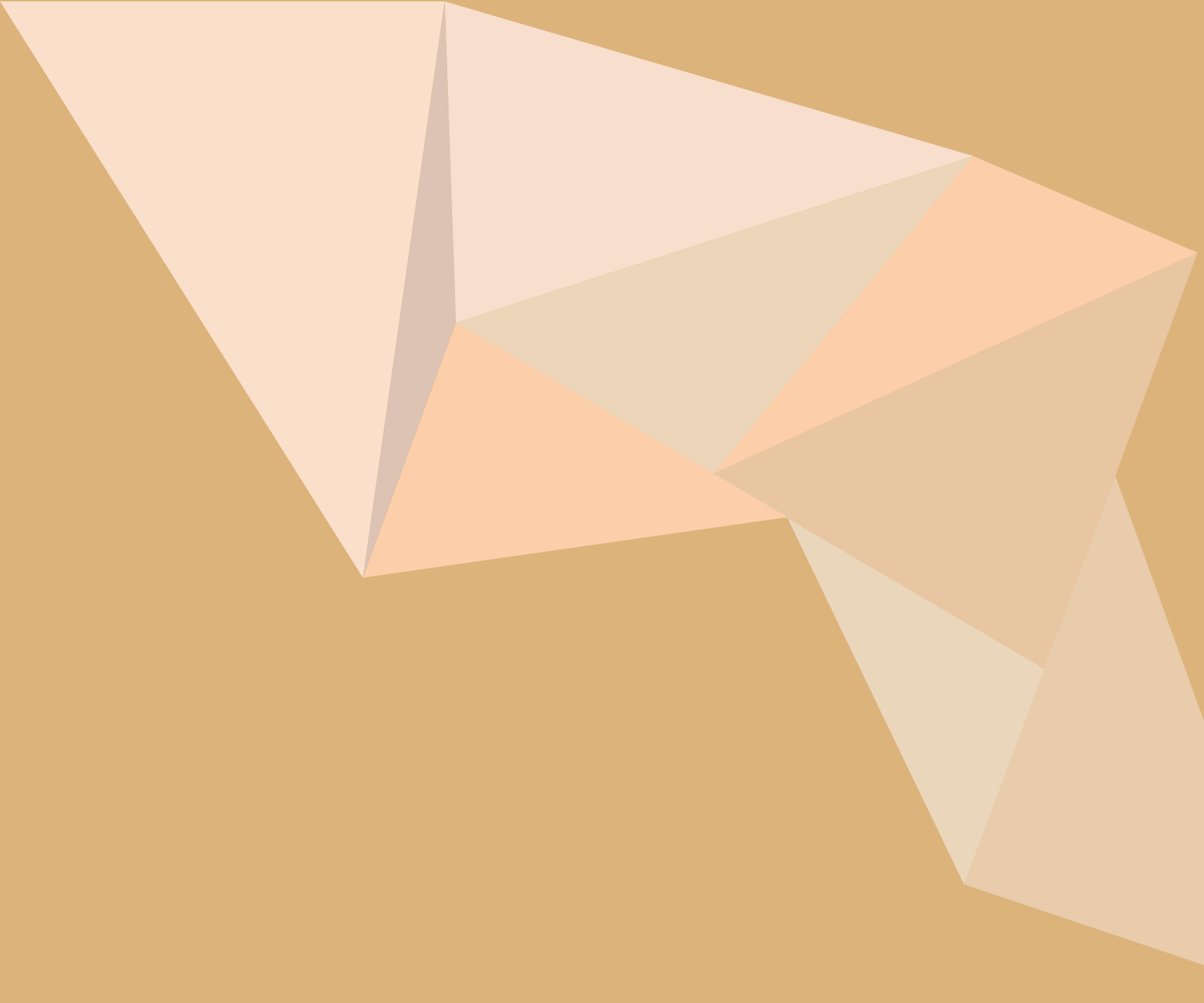

বাল্যবিবাহ

বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাল্যবিবাহ একটি উদ্বেগের বিষয়। এটি একটি দেশের কাঙ্ক্ষিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথে বড় অন্তরায়। বাল্যবিবাহ একটি শিশুর মানবিক মর্যাদা, মানসিক বিকাশ ও সম্ভাবনাকে বাধাগ্রস্ত করে।

বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ একটি মারাত্মক সমস্যা। ২০১৯ সালের জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ)- এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বে বাংলাদেশ বাল্যবিবাহ সংঘটনে চতুর্থ স্থানে রয়েছে। এ প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশে ৫৯ শতাংশ কন্যাশিশুর বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হবার আগেই বিয়ে হয়ে যায়। আবার, তাদের মধ্যে ১৮ শতাংশ কন্যাশিশুর বিয়ে হয় ১৫ বছরেরও কম বয়সে।

বাল্যবিবাহের কারণে মা ও শিশুর স্বাস্থ্যহানি ঘটে। এর ফলে অল্প বয়সে মা হওয়া ও প্রতিবন্ধী শিশুর জন্মদানের আশঙ্কা তৈরি হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে, মা ও শিশুর মৃত্যুও ঘটতে পারে। এছাড়াও, নারী ও শিশু নির্যাতন বৃদ্ধি পায় এবং বিবাহবিচ্ছেদ ঘটতে পারে। উপরোক্ত কারণগুলো অনেক সময় বাল্যবিবাহের শিকার একজন ব্যক্তিকে মানব পাচারের ঝুঁকিতে ঠেলে দেয়।

বাল্যবিবাহ বন্ধের গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশেও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ২০১৭ সালে ‘বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭’ প্রণয়ন করেছে। পরবর্তীতে, ২০১৮ সালে সরকার বাল্য বিবাহ নিরোধ বিধিমালা প্রণয়ন করেছে।

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭-এর উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ

ব্রিটিশ শাসনামলে ১৯২৯ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ১৯২৯' প্রণয়ন করা হয়েছিল। প্রায় শতবর্ষী এই আইন পরিবর্তন করে এটিকে আরো সময়োপযোগী করতে বাংলাদেশ সরকার নতুন করে 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭' প্রণয়ন করে।

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ অনুযায়ী 'প্রাপ্তবয়স্ক' অর্থ বিবাহের ক্ষেত্রে ২১ (একুশ) বছর পূর্ণ করেছেন, এমন কোনো পুরুষ এবং ১৮ (আঠারো) বছর পূর্ণ করেছেন এমন কোনো নারী। এ আইন অনুযায়ী কোনো এক পক্ষ বা উভয় পক্ষ যদি প্রাপ্তবয়স্ক না হয়, তাহলে সেই বিবাহকে বাল্যবিবাহ বলা হবে।

বর্তমান আইনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এবং নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নিম্নে এ আইনের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দিক আলোচনা করা হলো:

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে বিভিন্ন পর্যায়ে কমিটি

এ আইনে বিভিন্ন পর্যায়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি গঠন করার কথা বলা হয়েছে। কমিটিগুলো হলো:

- ০১ জাতীয় কমিটি
- ০২ জেলা কমিটি
- ০৩ উপজেলা কমিটি ও
- ০৪ ইউনিয়ন কমিটি

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটিগুলো জাতীয়, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে গঠন করার কথা বলা হয়েছে।

বাল্যবিবাহ বন্ধে দায়িত্ব পালনকারী কর্তৃপক্ষ ও তাদের ক্ষমতা

এ আইনে নিম্নোক্ত ব্যক্তিকে বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে অথবা প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে–

০১ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা,

০২ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট,

০৩ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা,

০৪ উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা,

০৫ উপজেলা প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা,

০৬ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,

০৭ স্থানীয় সরকারের কোনো প্রতিনিধি।

এ আইনের ৫ ধারা মতে, কোনো ব্যক্তির লিখিত বা মৌখিক আবেদন অথবা অন্য কোনো মাধ্যম হতে যদি বাল্যবিবাহের কোনো খবর পান, তাহলে উপরোক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ তা বন্ধ করবেন অথবা প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ অনুযায়ী যে সকল কর্মকাণ্ডকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ ও যাদেরকে অপরাধ সংঘটনকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং যেরূপ শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে তা নিম্নরূপ–

নং	শাস্তিযোগ্য অপরাধ ও অপরাধ সংঘটনকারী	উল্লেখিত শাস্তির বিধান
০১	আদালত কোনো বিবাহের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রদান করার পর কোনো ব্যক্তি এ নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করলে। [ধারা- ৫(৩)]	সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড এবং অর্থদণ্ডঅনাদায়ে সর্বোচ্চ ১ (এক) মাস কারাদণ্ড।

নং	শাস্তিযোগ্য অপরাধ ও অপরাধ সংঘটনকারী	উল্লেখিত শাস্তির বিধান
০২	বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত আদালতে মিথ্যা অভিযোগ প্রদানকারী কোন ব্যক্তি। [ধারা- ৬]	সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে সর্বোচ্চ ১ (এক) মাস কারাদণ্ড।
০৩	প্রাপ্তবয়স্ক নারী বা পুরুষ বাল্যবিবাহ করলে। [ধারা-৭(১)]	সর্বোচ্চ ২ (দুই) বছর কারাদণ্ড বা ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) মাস কারাদণ্ড।
০৪	অপ্রাপ্তবয়স্ক নারী বা পুরুষ বাল্যবিবাহ করলে। [ধারা-৭(২)]	সর্বোচ্চ ১ (এক) মাসের আটকাদেশ বা ৫০,০০০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় ধরনের শাস্তি। তবে ধারা- ৮ অনুযায়ী পিতা-মাতা, অভিভাবক অথবা অন্য কোনো কর্তৃত্ব সম্পন্ন ব্যক্তির দ্বারা বাল্যবিবাহ সম্পন্ন হলে অপ্রাপ্তবয়স্ক নারী বা পুরুষকে শাস্তি প্রদান করা যাবে না।
০৫	পিতা-মাতা, অভিভাবক অথবা অন্য কোনো কর্তৃত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি বাল্যবিবাহ সম্পন্ন করার জন্য কোনো কাজ করলে বা করার অনুমতি বা নির্দেশ দিলে বা নিজ অবহেলার কারণে বিবাহটি বন্ধ করতে ব্যর্থ হলে। [ধারা-৮]	সর্বোচ্চ ২ (দুই) বছর ও সর্বনিম্ন ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) মাস কারাদণ্ড।
০৬	বাল্যবিবাহ সম্পাদন বা পরিচালনাকারী ব্যক্তি। [ধারা-৯]	সর্বোচ্চ ২ (দুই) বছর ও সর্বনিম্ন ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) মাস কারাদণ্ড।
০৭	বাল্যবিবাহ নিবন্ধনকারী ব্যক্তি বা বিবাহ নিবন্ধক (Marriage Registrar)। [ধারা-১১]	সর্বোচ্চ ২ (দুই) বছর ও সর্বনিম্ন ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) মাস কারাদণ্ড এবং সে সাথে লাইসেন্স বা নিয়োগ বাতিল।

বয়স প্রমাণের দলিলসমূহ:

এ আইনের একটি বিশেষ দিক হলো, বিবাহের বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে বিবেচনার জন্য নিম্নোল্লেখিত নির্দিষ্ট দলিলাদির নাম উল্লেখ করা হয়েছে-

০১ জন্ম নিবন্ধন সনদ,

০২ জাতীয় পরিচয়পত্র,

০৩ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষার সার্টিফিকেট,

০৪ জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষার সার্টিফিকেট,

০৫ প্রাইমারি স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষার সার্টিফিকেট,

০৬ পাসপোর্ট

২০১৫ সালের ২৯ মার্চ তারিখে সরকারের আইন ও বিচার বিভাগের এক আদেশ দ্বারা নোটারি পাবলিক কর্তৃক অ্যাফিডেভিটের মাধ্যমে বিবাহ এবং তালাক রেজিস্ট্রেশন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বিশেষ বিধান (বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭-এর ধারা-১৯):

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ অনুযায়ী বিশেষ কোনো প্রেক্ষাপটে কোনো অপ্রাপ্তবয়স্কের সর্বোত্তম স্বার্থ বিবেচনা করে, আদালতের নির্দেশে এবং পিতামাতা বা অভিভাবকের সম্মতিক্রমে বিধি দ্বারা নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বিবাহ সম্পাদন করা যেতে পারে।

আগেই জেনেছি, এই আইন অনুসারে মেয়ের বয়স ১৮ বছর এবং ছেলের বয়স ২১ বছর পূর্ণ না হলে সম্পাদনকৃত বিবাহটিকে বাল্যবিবাহ বলে। কিন্তু বিশেষ বিধান অনুসারে নির্ধারিত বয়সের আগেই বিবাহ সম্পাদন হলেও তা বাল্যবিবাহ হিসেবে গণ্য হবে না।

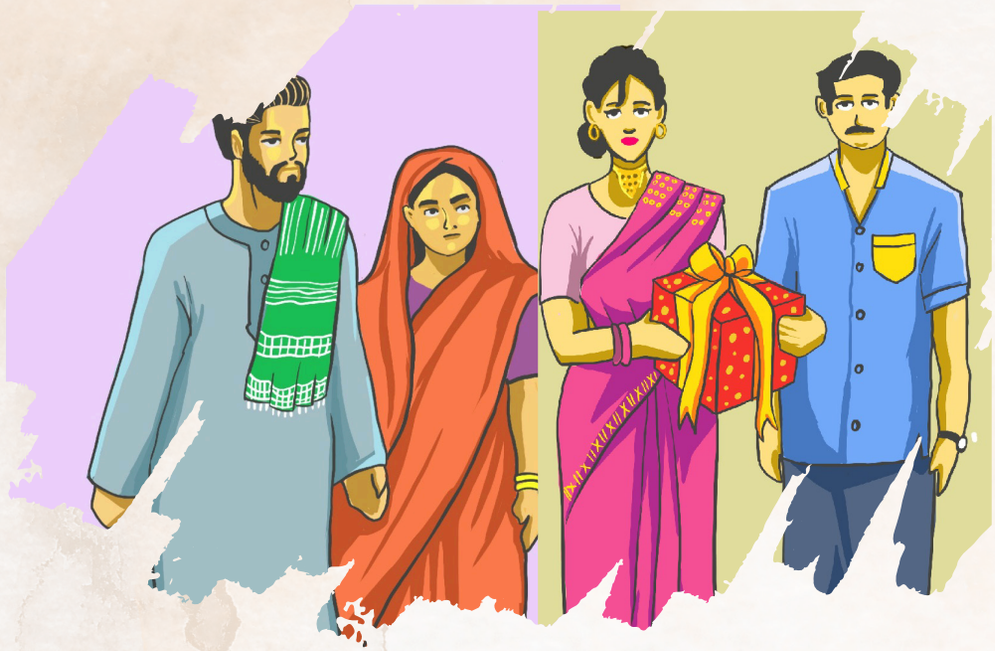

‘শেষ কথা’

এর আগে নিম্নোল্লেখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত বিধানাবলী উল্লেখ করা প্রয়োজন–

- **ক্ষতিপূরণ প্রদান (ধারা- ১৩)**
- **মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯- এর প্রয়োগ (ধারা- ১৭)**
- **অপরাধ আমলে নেয়ার সময়সীমা (ধারা- ১৮)।**

তবে এ বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিবাহ সম্পাদনের পূর্বেই বাল্যবিবাহ নিরোধ বিধিমালা, ২০১৮- এ উল্লেখিত শর্ত ও পদ্ধতি মানতে হবে, যা নিম্নরূপ-

- উভয়পক্ষের পিতা-মাতা বা আইনগত অভিভাবক অথবা বর বা কনে নিজে উপযুক্ত আদালতে বিবাহের অনুমতি চেয়ে আবেদন করবে,
- আদালত পরিস্থিতির সত্যতা যাচাইয়ের জন্য আবেদনটি যাচাই কমিটির নিকট প্রেরণ করবেন,
- যাচাই কমিটিরপ্রতিবেদন পাবার পরে আদালত সন্তুষ্ট হলে বিবাহের অনুমতি দেবেন। তবে আদালত সন্তুষ্ট না হলে আবেদনটি বাতিল করবেন এবং কোনো অবস্থাতেই বিবাহ সম্পাদন করা যাবে না।

শেষ কথা

আমাদের দেশে বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা যারা মানব পাচার প্রতিরোধে কাজ করে, তাদের বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, যে সকলনারী ও শিশু পাচারের শিকার হয়েছিল তাদের পূর্বে জোরপূর্বক বিবাহ বা বাল্যবিবাহ হয়েছিল। আর্থসামাজিক বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের কারণে অনেক অভিভাবক সন্তানের উন্নত জীবনের আশায় নিজ সন্তানকে বিবাহের নামে পাচারকারীর হাতে তুলে দিচ্ছে বা দেয়ার সুযোগ তৈরী করে দিচ্ছে।

আসুন কন্যা শিশুর অধিকার রক্ষায় আমরা সকলে মিলে সমাজ থেকে বাল্যবিবাহের মতো মারাত্মক ব্যাধিকে দূর করি এবং সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ি।

মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২

মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ অনুযায়ী ‘‘মানব পাচার’’ হচ্ছে দেশের সীমানার ভেতরে অথবা বাইরে যৌন শোষণ বা নিপীড়ন বা বাধ্যতামূলক শ্রম বা শ্রম শোষন বা নিপীড়নের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের অসহায়ত্বকে পুঁজি করে বল প্রয়োগ, প্রলুব্ধকরণ, প্ররোচিতকরণের মাধ্যমে অর্থ বা অন্য কোন সুবিধা লেন-দেন পূর্বক উক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সম্মতি বা অসম্মতিতে অপহরণ এবং কোন সহিংসতার আশ্রয় নিয়ে ঐ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে বিক্রয় বা ক্রয়, সংগ্রহ বা গ্রহণ, নির্বাসন বা স্থানান্তর করা, চালান বা আটক করা বা লুকিয়ে রাখা বা আশ্রয় দেয়া। এছাড়াও কোন শোষন বা নিপীড়নের শিকার হতে পারে জানা থাকা সত্বেও কোন ব্যক্তিকে কাজ বা চাকুরীর উদ্দেশ্যে গমন, অভিবাসন বা বহির্গমন করতে প্রলুব্ধ বা সহায়তা করাও মানব পাচার হিসেবে গণ্য কবে।

সহজ ভাষায় বলা যায়, যখন কোন ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে অন্য কোন জায়গায় নিয়ে গিয়ে, জোর করে শ্রম দিতে বা পতিতাবৃত্তি করতে বাধ্য করে, তার উপর যৌন নির্যাতন করে অথবা মারধর, আঘাত বা মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতন করে ক্ষতি ঘটায়, তাকে মানব পাচার বলে।

পাচারের শিকার ব্যক্তি যদি শিশু হয়, সেক্ষেত্রে ভয় দেখানো, জোর করা, প্রতারণা বা লোভ দেখানো হয়েছিল কি না ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই। শোষণ বা নিপীড়নের উদ্দেশ্যে কেনা-বেচা, সংগ্রহ বা গ্রহণ, নির্বাসন বা স্থানান্তর, চালান বা আটক হলেই মানব পাচার হয়েছে বলে গণ্য হবে।

আমাদের দেশে মানব পাচার বিষয়ক কোনো সুনির্দিষ্ট আইন ছিল না। দীর্ঘদিন ধরে দণ্ডবিধি, ফৌজদারি কার্যবিধি এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মানব পাচার অপরাধের বিচার করা হতো। ২০১২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি প্রথম মানব পাচার প্রতিরোধ এবং এ সংক্রান্ত অপরাধের বিচারের জন্য একটি আইন প্রণয়ন করা হয়। আইনটির নাম “মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন,২০১২”। এই আইনে মানব পাচার প্রতিরোধ, পাচার হয়ে যাওয়া ব্যক্তির সুরক্ষা ও পুনর্বাসন এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

পাচারের মাধ্যমে ব্যক্তি যে ধরণের ‘‘শোষণ’’ বা ‘‘নিপীড়ন’’ এর শিকার হয়:

ক) পতিতাবৃত্তি বা যৌন শোষণ বা নিপীড়নের মাধ্যমে কোন ব্যক্তিকে শোষণ বা নিপীড়ন;

খ) কোন ব্যক্তিকে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ অথবা পর্নোগ্রাফি তৈরি বা বিতরণে নিয়োজিত করে মুনাফা ভোগ;

গ) কোন ব্যক্তির কাছ থেকে জোরপূর্বক কাজ বা সেবা আদায়;

ঘ) ঋণের জামানত হিসেবে শ্রম বা সেবা আদায়, দাসত্বরূপ কোন কর্মকাণ্ড;

ঙ) প্রতারণা করে বিবাহের মাধ্যমে শোষণ বা নিপীড়ন;

চ) কোন ব্যক্তিকে জোরপূর্বক বিনোদন ব্যবসায় ব্যবহার;

ছ) কোন ব্যক্তিকে ভিক্ষাবৃত্তিতে বাধ্য করা; এবং

জ) ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গহানি বা কাউকে বিকলাঙ্গ করা।

মানব পাচার সম্পর্কিত অপরাধসমূহ এবং অপরাধের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন শাস্তি:

মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অপরাধ ও এর শাস্তি নিম্নে ছকের সাহায্যে উল্লেখ করা হলো:

অপরাধ	শাস্তি
মানব পাচার	মানব পাচার অপরাধ সংঘটনকারী কোন ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং সর্বনিম্ন ৫(পাঁচ) বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং সর্বনিম্ন ৫০(পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। (ধারা-৬)
সংঘবদ্ধ মানব পাচার	কোন সংঘবদ্ধ চক্রের একাধিক সদস্য বা দলের সব সদস্যের একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন আর্থিক বা অন্য লাভ বা মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে মানব পাচার অপরাধ করলে ঐ চক্রের প্রত্যেক সদস্য এই অপরাধ সংঘটনের জন্য দায়ী হবে এবং অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা সর্বনিম্ন ৭(সাত) বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করবেন এবং সর্বনিম্ন ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। (ধারা-৭)

অপরাধ	শাস্তি
অপরাধ সংঘটনের জন্য প্ররোচনা, ষড়যন্ত্র বা চেষ্টা চালানো	কোন ব্যক্তি মানব পাচার অপরাধ করার জন্য প্ররোচনা, ষড়যন্ত্র করে অথবা ইচ্ছকৃতভাবে কোন মানব পাচার করবার সুযোগ তৈরি করার জন্য তার সম্পত্তি ব্যবহার করার অনুমতি দেয় অথবা কোন দলিল গ্রহণ, বাতিল, গোপন, অপসারণ, ধ্বংস বা তার স্বত্ত্ব গ্রহণ করে নিজেকে মানব পাচার অপরাধের সাথে জড়িত করলে ওই ব্যক্তি সর্বোচ্চ ৭ (সাত) বছর এবং সর্বনিম্ন ৩ (তিন) বছর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং সর্বনিম্ন ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। (ধারা-৮)
জোরপূর্বক বা দাসত্বমূলক কাজ বা সেবা প্রদান করতে বাধ্য করা	কোন ব্যক্তি বেআইনিভাবে অন্য কোন ব্যক্তিকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করালে অথবা সেবা প্রদান করতে বাধ্য করলে বা ঋণ-দাস করে রাখলে বা জোর করে বা যে কোন প্রকার চাপ প্রয়োগ করলে অথবা করবার হুমকি দিয়ে কাজ বা সেবা আদায় করলে তিনি সর্বোচ্চ ১২ (বার) বছর এবং সর্বনিম্ন ৫ (পাঁচ) বছর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং সর্বনিম্ন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। (ধারা-৯)
মানব পাচার অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে অপহরণ, চুরি এবং আটক করা	কোন ব্যক্তি মানব পাচারের অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে অপহরণ, গোপন অথবা আটক করে রাখলে সর্বোচ্চ ১০ (দশ) বছর এবং সর্বনিম্ন ৫ (পাঁচ) বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং সর্বনিম্ন ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। কোন নবজাত শিশুকে কোন হাসপাতাল, সেবাসদন, মাতৃসদন, শিশুসদন, বা উক্ত নবজাত শিশুর পিতা-মাতার কাছ থেকে চুরি করলে বা অপহরণ করলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং সর্বনিম্ন ৫ (পাঁচ) বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং সর্বনিম্ন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। (ধারা-১০)
পতিতাবৃত্তি বা অন্যকোনো প্রকারের যৌন শোষণ বা নিপীড়নের জন্য আনা বা স্থানান্তর করা	কোন ব্যক্তিকে জোর করে বা প্রতারণা করে বা লোভ দেখিয়ে পতিতাবৃত্তি অথবা অন্য কোন প্রকারের যৌন শোষণ বা নিপীড়নমূলক কাজে দেয়ার জন্য বিদেশ থেকে বাংলাদেশে আনলে বা বাংলাদেশের ভিতরে স্থানান্তর করলে সর্বোচ্চ ৭ (সাত) বছর এবং সর্বনিম্ন ৫ (পাঁচ) বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং সর্বনিম্ন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। (ধারা-১১)
ভিকটিম বা মামলার সাক্ষীকে হুমকি প্রদান	মানব পাচারের শিকার কোন ব্যক্তি বা মামলার সাক্ষীকে বা তার পরিবারের কোনো সদস্যকে হুমকি দিয়ে, ভয় দেখিয়ে বা বলপ্রয়োগ করে মামলার তদন্ত কাজে কোন বাধা সৃষ্টি করলে সর্বোচ্চ ৭ (সাত) বছর এবং সর্বনিম্ন ৩ (তিন) বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং সর্বনিম্ন ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড হবে। (ধারা-১৪)

অপরাধ	শাস্তি
মিথ্যা মামলা বা মিথ্যা অভিযোগ দায়ের	যদি কোন ব্যক্তি কারো ক্ষতিসাধন করার জন্য এই আইনের অধীন মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা বা মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করে বা অন্যকে করতে বাধ্য করে তবে তিনি সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বছর এবং সর্বনিম্ন ২ (দুই) বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং সর্বনিম্ন ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। (ধারা-১৫)

পাচারের অভিযোগ বা মামলা দায়ের সংক্রান্ত বিধান:

এই আইনের অপরাধসমূহ আমলযোগ্য (cognizable), অ-জামিনযোগ্য (non-bailable) এবং অ-আপোসযোগ্য (non- compoundable)।

- এ আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হলে কোন ব্যক্তি, পুলিশ অথবা ট্রাইব্যুনালের নিকট অভিযোগ দায়ের করতে পারবে; পুলিশ অভিযোগকারীকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা প্রদান করবে এবং প্রয়োজন না হলে তার নাম-পরিচয় গোপন রাখবে।
- ট্রাইব্যুনালে মামলা পরিচালনা করার জন্য সরকার প্রয়োজনে এক বা একাধিক বিশেষ প্রসিকিউটর (রাষ্ট্রপক্ষীয় আইনজীবী) নিয়োগ করতে পারবে।
- নিযুক্ত কোন বিশেষ প্রসিকিউটরের বিরুদ্ধে দায়িত্বের গুরুতর অবহেলার প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করলে, সরকার সেই প্রসিকিউটরকে অপসারণ বা পরিবর্তন করতে পারবে।
- মানব পাচার অপরাধসমূহের দ্রুত বিচারের উদ্দেশ্যে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, দায়রা জজ বা অতিরিক্ত দায়রা জজ পদমর্যাদার বিচারকের সমন্বয়ে যে কোন জেলায় মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে পারবে। তবে এরূপ ট্রাইব্যুনাল গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার কোন জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালকে উক্ত জেলার মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল হিসেবে নিয়োগ বা ক্ষমতায়িত করতে পারবে।

মানব পাচারের অভিযোগ বা মামলার তদন্ত সংক্রান্ত বিধান :

- পুলিশের নিকট এই আইনের অধীন কোন অপরাধের খবর আসলে বা ট্রাইব্যুনাল কোন অপরাধের তদন্তের নির্দেশ দিলে সংশ্লিষ্ট থানার উপ-পরিদর্শকের নীচে নয় এমন একজন পুলিশ কর্মকর্তা তদন্ত কাজ পরিচালনা করবেন।
- মানব পাচার অপরাধ সংঘটিত হতে পারে এমন খবর পেলে পুলিশ অপরাধ সংঘটনের এজাহার (first information report) দায়ের করার পূর্বে প্রতিরোধমূলক অনুসন্ধান (proactive inquiry) পরিচালনা করতে পারবেন।
- ট্রাইব্যুনাল হতে তদন্তের নির্দেশ প্রাপ্তির অনধিক ৯০ (নব্বই) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত কাজ শেষ করতে হবে। তবে লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে যৌক্তিক কারণে ও সন্তুষ্টি সাপেক্ষে ট্রাইব্যুনাল এ মেয়াদ আরো অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস বাড়াতে পারবে। তবে ট্রাইব্যুনাল শুধুমাত্র আন্তঃরাষ্ট্রীয় (এক রাষ্ট্র থেকে অন্য রাষ্ট্র) তদন্তের ক্ষেত্রে এ ধরনের তদন্তের সময় বৃদ্ধি করতে পারবে।
- কোন আন্তঃরাষ্ট্রীয় অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে বিদেশ যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিলে, ট্রাইব্যুনালের অনুমতি নিয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত কাজ শেষ করার জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষ একটি বিশেষ তদন্তদল গঠন করবে এবং এই তদন্তদলকে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে।
- সরকার পুলিশ সদর দপ্তরে একটি কেন্দ্রীয় মনিটরিং সেল গঠন করে পুলিশের তদন্ত, নিরাপত্তা বিধান ও প্রতিরোধমূলক কাজ ও দায়িত্বসমূহের মধ্যে সমন্বয় এবং দেখভাল করবে।

এই আইনের অধীন রুদ্ধকক্ষে বিচার কার্য পরিচালনার কোন ব্যবস্থা :

ন্যায়বিচারের স্বার্থে এবং নারী কিংবা শিশু ভিকটিমের সুরক্ষার প্রয়োজনে কোন অপরাধের বিচারকার্য কেবল মামলার পক্ষগণ এবং তাহাদের নিযুক্ত আইনজীবীগণ বা ট্রাইব্যুনালের অনুমতি সাপেক্ষে অন্যান্য প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে রদ্ধকক্ষে (Trial in-camera) পরিচালনার ব্যবস্থা রয়েছে।

এই আইনের অধীন মামলার বিচারকাজে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ সংক্রান্ত:

- এই আইনের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তি দোষী প্রমাণিত হলে, ট্রাইব্যুনাল মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিকে যৌক্তিক পরিমাণে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য আদেশ দিতে পারবে।
- ট্রাইব্যুনাল ক্ষতিপূরণ আদায়ের আদেশ না দিয়ে যদি কেবল অর্থদণ্ডের আদেশ দিয়ে থাকে, তাহলে ট্রাইব্যুনাল, অর্থদণ্ডের অর্থ বা তার কোন অংশ, পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমকে দেয়ার জন্য আদেশ দিতে পারবে।
- ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য ট্রাইব্যুনাল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসার ব্যয়, প্রয়োজনীয় যাতায়াত এবং সাময়িক আবাসনের ব্যয়, হারানো আয়,

যাতনা, প্রকৃত বা আবেগজনিত ক্ষতি এবং দুর্ভোগের তীব্রতা বিবেচনা করবে।

মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২ অনুযায়ী, মানব পাচারের শিকার ব্যক্তির সুরক্ষার ব্যবস্থা:

- সরকার মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিদের চিহ্নিত ও উদ্ধার করে তাদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সাথে একত্রে কাজ করবে।
- মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিকে চিহ্নিত ও উদ্ধারকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উক্ত মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণের অধিকার, আইনি সহায়তার সুযোগ এবং এই আইনের অধীন অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি সম্পর্কে তথ্য জানাবে।
- সরকার বা পুলিশ বা বেসরকারি সংস্থাসমূহের কাছ থেকে মানব পাচারের শিকার ব্যক্তির, পাচারকারীদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে মাসে অন্তত একবার জানার অধিকার রয়েছে।
- মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিদের সুরক্ষার উদ্দেশ্যে শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা সেবা, পুনর্বাসন এবং পরিবারের সাথে যোগাযোগ করে দেয়ার লক্ষ্যে সরকার দেশে পর্যাপ্ত সংখ্যক আশ্রয় কেন্দ্র এবং পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করবে।
- আইনের অনুমতি ছাড়া পাচারের শিকার ব্যক্তির বা তার পরিবারের সদস্যদের কোন ছবি, তথ্য বা পরিচয় প্রকাশ করা যাবে না।

কোন বিদেশী রাষ্ট্রে বাংলাদেশ দূতাবাস মানব পাচারের শিকার কোন বাংলাদেশী নাগরিক উক্ত দেশে আটক বা বন্দী অবস্থায় আছেন বলে অবগত হলে, উক্ত দূতাবাস ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করার এবং

বাংলাদেশে পাঠাবার প্রক্রিয়ার সূচনা করবে। তাছাড়া, পাচারের শিকার ব্যক্তি বা তার সাক্ষীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। ভিকটিম যদি শিশু হয় তবে তার নিরাপত্তা ও অধিকারের দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।

ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য দেওয়ানী মামলা দায়ের করার বিধান :

এই আইন অনুযায়ী ভিকটিম বা পাচারের শিকার ব্যক্তি এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের ফলে তার আইনগত ক্ষতির জন্য বা উক্ত অপরাধের সাথে সম্পর্কিত কোন চুক্তি লঙ্ঘনের জন্য দেওয়ানী আদালতে ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করতে পারবে। এক্ষেত্রে ফৌজদারী মামলা করার অধিকার ক্ষুন্ন হবে না এবং ফৌজদারী মামলার বিচার প্রক্রিয়া পাশাপাশি চলতে থাকবে। এছাড়া মানব পাচারের শিকার কোন ব্যক্তি বা ভিকটিম সরকারি তহবিল হতে আর্থিক সহায়তা পাবে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাস আইন, ২০১৩

বাংলাদেশ হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম শ্রমিক প্রেরণকারী একটি দেশ। প্রতি বছর এদেশ থেকে বিপুল সংখ্যক নারী-পুরুষ কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নানা পেশায় চাকুরি নিয়ে যাচ্ছেন এবং তাদের কঠোর পরিশ্রমে উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশে আসছে, যা বাংলাদেশ সরকারের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ।

তাই বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, নিরাপদ ও ন্যায়সঙ্গত অভিবাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং সকল অভিবাসী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করেন। এই আইনে অভিবাসনের সংজ্ঞা, নিরাপদ অভিবাসনের নিয়ম, অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার ও কল্যাণ, রিক্রুটিং এজেন্সীর নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, তাদের লাইসেন্স প্রদান ও অভিবাসন প্রক্রিয়ায় কেউ প্রতারণা ও অধিকার লঙ্ঘন করলে তার প্রতিকারসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে, যা নিম্নে আলোচনা করা হলো-

অভিবাসন এর সংজ্ঞা

বাংলাদেশের বাহিরে যে কোন দেশে কোন কাজ বা পেশায় নিযুক্ত হবার উদ্দেশ্যে কোন নাগরিকের বাংলাদেশ হতে বহির্গমন করাই হচ্ছে অভিবাসন।

অভিবাসী কর্মীর নিবন্ধন ও স্বার্থ সংরক্ষণ

- এই আইনের অধীনে অভিবাসনে আগ্রহী কর্মী জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (Bureau of Manpower, Employment and Training- BMET) তে নাম নিবন্ধন করবে এবং তার যাবতীয় তথ্য যথাযথ উপায়ে সংরক্ষণ করবে। কেউ যদি নিবন্ধন না করে তাহলে তিনি পেশায় নিয়োজিত হওয়ার পরও, দেশে বা দেশের বাইরে যেখানেই থাকুক বাংলাদেশ মিশন বা দূতাবাসে নিবন্ধন করতে পারবেন।

- ব্যুরো (BMET), সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোন সংস্থা বা কোম্পানী এবং রিক্রুটিং এজেন্সীর মাধ্যমে নিবন্ধিত কর্মীর তালিকা হতে বিদেশে কাজের জন্য কম্পিউটারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দৈবচয়নের মাধ্যমে কর্মী নির্বাচন করবেন। তবে নিবন্ধিত কর্মী না পাওয়া গেলে সরকার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে কর্মী নির্বাচন করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে কর্মী নির্বাচনের আগে কোন অর্থ নেয়া যাবে না।

বহির্গমন ছাড়পত্র

বিএমইটিতে নিবন্ধিত প্রত্যেক ব্যক্তির পাসপোর্টে নিবন্ধিত নম্বর সীল এবং উক্ত কর্মীর আঙ্গুলের ছাপ, বায়োমেট্রিক তথ্যসহ অভিবাসন সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত ইলেকট্রিক কার্ডে বহির্গমন ছাড়পত্র নিতে হবে।

কাজের চুক্তিপত্র

- রিক্রুটিং এজেন্ট নির্বাচিত কর্মী এবং তার নিয়োগকারীর মধ্যে একটি কর্মসংস্থান চুক্তি সম্পাদন করবে, যাতে অভিবাসী কর্মীর বেতন, আবাসন সুবিধা, কাজের মেয়াদ, মৃত্যু বা জখম-জনিত কারণে প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ, বিদেশে গমন এবং বিদেশ হতে ফেরত আসার খরচ ইত্যাদির উল্লেখ থাকবে।

- রিক্রুটিং এজেন্ট চুক্তির অনুলিপি ব্যুরো (BMET) এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন বা দূতাবাসে প্রেরণ করবে।

অভিবাসী কর্মীর অধিকার

- তথ্যের অধিকার: কোনো অভিবাসী কর্মীর বিদেশে যাওয়ার পূর্বে অভিবাসন প্রক্রিয়া এবং কর্মসংস্থান চুক্তি বা বিদেশে কর্মের পরিবেশ সম্পর্কে অবহিত হবার এবং বিভিন্ন আইনগত অধিকার সম্পর্কে জানবার অধিকার থাকবে।

- আইনগত সহায়তা: অভিবাসী কর্মী এবং অভিবাসনের নামে প্রতারণার শিকার ব্যক্তিদের যুক্তিসঙ্গত আইনগত সহায়তা পাবার অধিকার থাকিবে।

- দেওয়ানী মামলা: এই আইনের অধীন কোনো অপরাধের জন্য ফৌজদারী মামলা দায়েরের অধিকারকে ক্ষুন্ন না করে কোনো অভিবাসী কর্মী এই আইনের কোনো বিধান বা কর্মসংস্থান চুক্তি লঙ্ঘনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে, ক্ষতিপূরণের জন্য দেওয়ানী মামলা দায়ের করতে পারবে।

- **দেশে ফেরা:**

(১) কোনো অভিবাসী কর্মীর, বিশেষত বিদেশে আটককৃত কিংবা আটকেপড়া বা বিপদগ্রস্ত কর্মীর দেশে ফিরে আসার এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন বা দূতাবাসের নিকট হতে প্রয়োজনীয় সহায়তা পাবার অধিকার থাকবে।

(২) কোনো অভিবাসী কর্মীকে দেশে ফেরত আনবার জন্য কোনো অর্থ ব্যয় হয়ে থাকলে, উক্ত ব্যয়িত অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট হতে আদায় করা যাবে।

(৩) কোনো রিক্রুটিং এজেন্টের অবহেলা বা বেআইনি কার্যক্রমের কারণে কোনো অভিবাসী কর্মী বিপদগ্রস্ত হয়ে থাকলে সরকার সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্টকে উক্ত অভিবাসী কর্মীকে দেশে ফিরিয়ে আনার খরচ বহন করার নির্দেশ প্রদান করতে পারবে।

(৪) উপরোল্লেখিত নির্দেশিত অর্থ প্রদান করতে ব্যর্থ হলে সরকার সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্টের নিকট হতে চঁনষরপ উবসধহফ জবপড়াবৎুঅপঃ, ১৯১৩- এর বিধান অনুযায়ী আদায় করতে পারে।

(৫) অভিবাসী কর্মী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের কল্যাণ ও উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনে তাদের জন্য ব্যাংক ঋণ, কর রেয়াত, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ইত্যাদি প্রবর্তন ও সহজলভ্য করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

অভিবাসন প্রক্রিয়ায় কেউ অপরাধ করলে তার শাস্তি ও বিচার

সময়ের সাথে সাথে শ্রম অভিবাসন যেমন আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে, তেমনি অভিবাসনকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এক ধরনের অসাধু ব্যবসা। বিদেশে চাকুরী দেবার নাম করে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নিয়ে পালিয়ে যাবার ঘটনা এখন আর অজানা নয়। নিম্নে আরো কিছু অপরাধের বিষয় উল্লেখ করা হলো-

- বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের বিধান লঙ্ঘন করে কর্মী প্রেরণ
- মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বিদেশে পাঠানোর নামে টাকা জমা নেওয়া বা অন্যকোন মূল্যবান দ্রব্য গ্রহণ করা
- কোন অভিবাসী কর্মীর পাসপোর্ট, ভিসা বা অভিবাসন সংক্রান্ত কাগজপত্র বিনা কারণে আটকিয়ে রাখা
- মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বেশি বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার কথা বলে বিদেশ নিয়ে গেলে বা অভিবাসন চুক্তি করালে
- কোন ব্যক্তি বা রিক্রুটিং এজেন্সীর অবৈধ ভিসা ক্রয়-বিক্রয় করা
- বিদেশে যাওয়ার জন্য বৈধ স্থান ব্যতীত অন্যস্থান দিয়ে বিদেশ যাওয়া

এছাড়াও,

- বিদেশে পাঠানোর নামে টাকা জমা নেওয়া এবং বিদেশে না পাঠানো।
- অবৈধ ভিসায় বিদেশে পাঠানোর চেষ্টা (এসব ক্ষেত্রে অভিবাসীর ভিসা সম্পর্কে কোন ধারণা না থাকার কারণে নিজ দেশের বা অভিবাসনের দেশের এয়ারপোর্ট থেকে ফেরত আসতে হয়।)

- রিক্রুটিং এজেন্সীর দ্বারা কোন সুস্পষ্ট কর্মসংস্থান চুক্তিপত্র প্রদান না করা।
- যথাযথ ডকুমেন্ট না থাকার ফলে মামলা করতে না পারা।
- দালালদের দিয়ে কাগজপত্র তৈরি করার কারণে অনেকসময় যথাযথ তথ্য কাগজে দালালরা লিপিবদ্ধ করে না।
- ফ্রি ভিসায় বিদেশে পাঠানোর কথা বলে প্রতারণা করা। নারীদেরকে মিথ্যে কথা বলে সংগ্রহ করা।
- কোন কোম্পানী এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করলে উক্ত অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রয়েছে উক্ত কোম্পানীর এরুপ কোন পরিচালক, নির্বাহী কর্মকর্তা, ব্যবস্থাপক, সচিব, অন্যকোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী উক্ত অপরাধ করেছে বলে গন্য করা হবে।

অপরাধের বিচার

- এ আইনের অধীন কোন অপরাধের বিচার প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার করা হবে।
- মামলার অভিযোগ গঠনের তারিখ হতে ৪ (চার) মাসের মধ্যে এ বিচার কাজ শেষ করতে হবে। উক্ত সময়ের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি না হলে কারণ লিপিবদ্ধ করে ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত সময়সীমা অনধিক ২ (দুই) মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারবে। সেক্ষেত্রে চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা ক্ষেত্রমত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটকে মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।
- এ আইনের কতিপয় অপরাধকে আমলযোগ্য, অ-জামিনযোগ্য ও অ-আপোসযোগ্য এবং কতিপয় অপরাধকে অ-আমলযোগ্য, জামিনযোগ্য ও আপোসযোগ্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।
- এ আইনটি মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর তফশিলভুক্ত করা হয়েছে।

আপোষযোগ্য মামলা সালিশ করার বিধান

- এই আইনের অধীন মামলা দায়েরের অধিকারকে ক্ষুন্ন না করে, কোন ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি সরকারের নিকট রিক্রুটিং এজেন্টসহ যে কারো বিরুদ্ধে প্রতারণা, অবৈধভাবে অর্থ গ্রহণ অথবা কর্মসংস্থান চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগসহ যেকোন অভিযোগ আনতে পারে।
- বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৭ এর বিধি- ১৫ অনুযায়ী সালিস বা মধ্যস্থতার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে বিএমইটিকে।
- অভিযোগ প্রাপ্তির অনধিক ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে সরকার বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ তদন্ত কাজ সম্পন্ন করবে। তদন্ত শেষে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে সরকার অনধিক ৩ (তিন) মাসের মধ্যে সালিসের মাধ্যমে বা সরাসরি আদেশ দ্বারা অভিযোগের নিষ্পত্তি করবে।

নিরাপদ অভিবাসনের ধাপসমূহ

- লাভ-ক্ষতির হিসেব করে বিদেশ যাওয়ার আগে প্রাক-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন।

- জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (ডেমো), ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার বা অনলাইনে নাম নিবন্ধন করুন।
- নিকটস্থ পাসপোর্ট অফিসে গিয়ে সঠিক তথ্য দিয়ে নিজের পাসপোর্ট নিজেই করুন।
- বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সী যাচাই করুন। বৈধতা যাচাইয়ের জন্য জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তিঅফিস (ডেমো), বিএমইটি অফিস ও এনজিও মাইগ্রেশন প্রোগ্রামের সহায়তা নিন।
- বিদেশ যেতে চাইলে যদি সাব–এজন্টের সহায়তা নিতেই হয় তাহলে এজেন্সির প্রতিনিধির তথ্য যাচাই করুন এবং জেনে বুঝে সাক্ষী প্রমাণ রেখে লেনদেন করুন।
- সব ধরনের আর্থিক লেনদেনের পূর্বে ভিসা কপি ও চাকুরীর চুক্তিপত্র যাচাই করে নিন। চাকুরির চুক্তিপত্র যাচাইকালে লক্ষ্য করুন যে-চুক্তিপত্রটি বাংলায় অনুবাদ করা এবং বিএমইটির অনুমোদন আছে কি না।
- সরকারি ও বেসরকারি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) হতে বিদেশে চাহিদা উপযোগী কাজের প্রশিক্ষণ নিন এবং গন্তব্য দেশের ভাষা শিখুন।
- নিয়োগকর্তার চাহিদামত নির্ধারিত মেডিকেল সেন্টার হতে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে সার্টিফিকেট নিয়ে বিদেশ যান। বর্তমানে কোভিড-১৯ এর কারণে করোনা নেগেটিভ সার্টিফিকেট দরকার হচ্ছে তা যথাযথ নিয়মে সংগ্রহ করে বিদেশ যেতে হবে।
- ভিসা ও চুক্তিপত্র যাচাইয়ের জন্য জেলা জনশক্তি অফিস, বিদেশে গেছেন এমন বিশ্বস্ত কেউ বা এনজিও মাইগ্রেশন প্রোগামের সহায়তা নিন।

- টিটিসি থেকে প্রাক-বহির্গমন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করুন। তারপর যাওয়ার আগে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস থেকে স্মার্ট কার্ড সংগ্রহ করুন।
- বিদেশ যেতে লোন লাগলে সরকারি তফসিলিভুক্ত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নিন। এছাড়া বর্তমানে জেলা পর্যায়ে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে বিদেশগামী ও বিদেশ ফেরতদের নানাবিধ আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে- প্রয়োজনে সাহায্য নিন।

- বিদেশ যাওয়ার প্রক্রিয়া চুড়ান্ত হলে গন্তব্য দেশের বিমানের টিকিট যাত্রার আগে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও আনুষঙ্গিক জিনিস গুছিয়ে নিন।
- যাওয়ার আগে গন্তব্য দেশের আবহাওয়া, আইন-কানুন, খাদ্যাভাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা নিন।
- নিজের ও পরিবারের নামে দুটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে বিদেশে যান। একটিতে নিজের জন্য সঞ্চয় করুন। অন্যটিতে পরিবারের খরচের জন্য টাকা পাঠান।
- রেমিটেন্সের বিনিয়োগ ও দেশে ফিরে এসে কি করবেন- যাওয়ার আগে ভেবে নিন ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করুন।
- বিদেশে গিয়ে কর্মক্ষেত্রে অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করুন, প্রবাসের আইন মেনে চলুন ও পরিবারের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করুন।
- যাওয়ার আগে সকল প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করে দুই সেট ফটোকপি করে একসেট নিজের সাথে রাখুন ও অন্য সেট পরিবারের কাছে রেখে যান যা পরবর্তীতে প্রয়োজন হতে পারে।
- চুড়ান্তভাবে বিদেশ যাওয়ার আগে বাংলাদেশ দূতাবাস, এজেন্সী/সাব-এজেন্ট, নিয়োগদাতা, লেবার উইংস ও সংশ্লিষ্ট এনজিওসমূহের ঠিকানা ও ফোন নম্বর সাথে রাখুন এবং প্রয়োজনে সহায়তা চান।

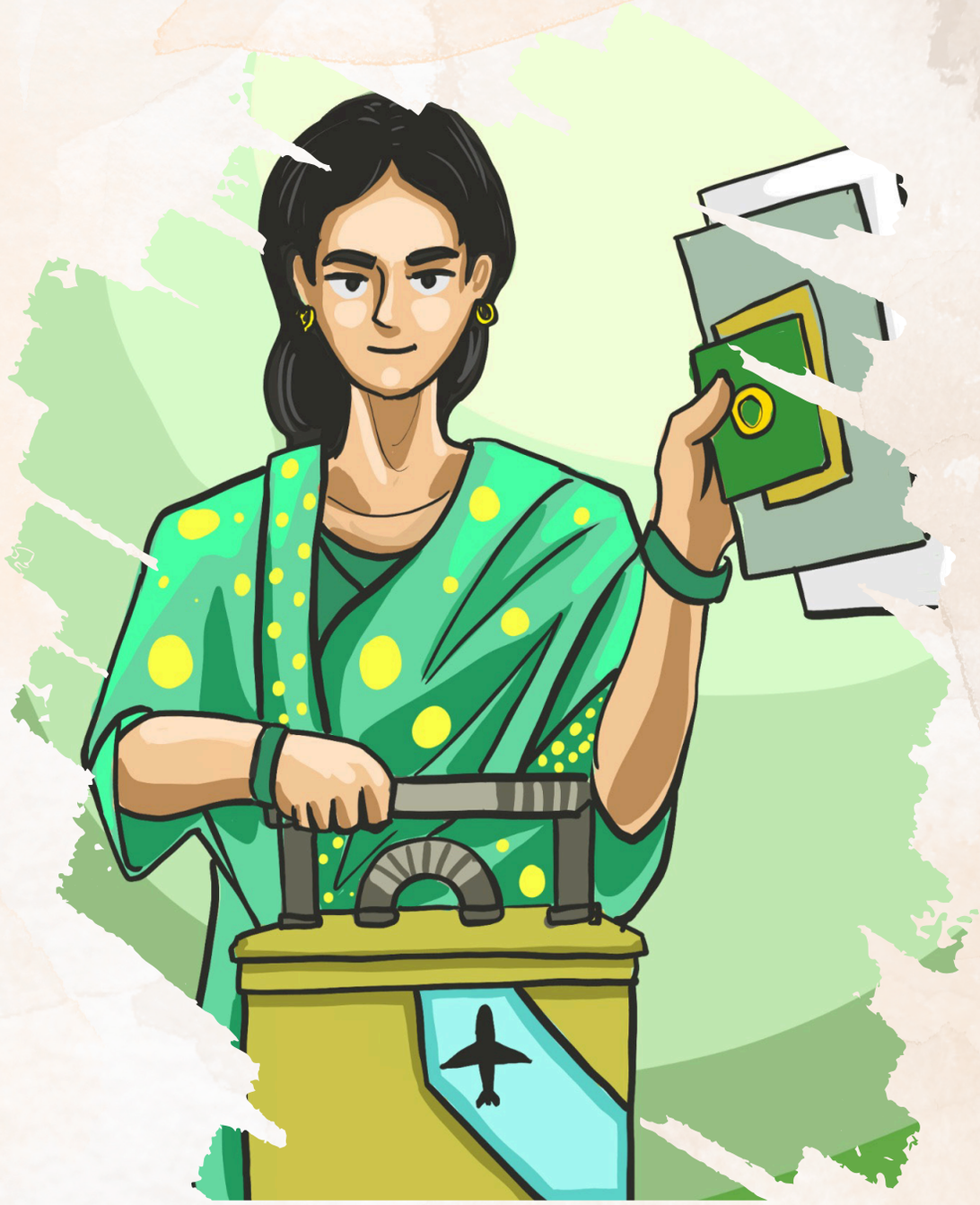

নিরাপদে বিদেশে কাজ করতে চাইলে করণীয়

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বেসরকারি রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর সহযোগীতায় বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে নিরাপদ এবং আইনগত ব্যবস্থা ৎচালুকরেছে। এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) দ্বি-পাক্ষিক নিয়োগ চুক্তি অনুযায়ী সরকারী পর্যায়ে জি-টু-জি পদ্ধতি পরিচালনা করে থাকে।

এছাড়াও বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য যেসব রিক্রুটিং এজেন্সি বিদেশে কাজের ব্যবস্থা করে বিএমইটি তাদের নিবন্ধন দেয় এবং কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে। উভয় পদ্ধতিতেই অভিবাসীদের কাছ থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমান ফি নেয়া হয়।

সরকারী পর্যায়ে জি-টু-জি অভিবাসী শ্রমিক নিয়োগ ব্যবস্থায় নিবন্ধন করার জন্য, আপনাকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অথবা ইউনিয়ন পরিষদের তথ্য সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে নিজের নাম এবং অভিবাসন সংক্রান্ত অন্যান্য বিবরণ প্রদান করতে হবে। মনে রাখবেন, সরকারী পর্যায়ে জি-টু-জি অভিবাসন গন্তব্য দেশের শ্রম চাহিদার উপর নির্ভর করে। আপনি আইনগতভাবে নিবন্ধিত রিক্রুটিং এজেন্সি অথবা সরাসরি বিএমইটির মাধ্যমে বিদেশে যাচ্ছেন কিনা এবং আপনার ভিসা ও চাকরীর অনুমতিপত্র বৈধ কিনা তা যাচাই করা জরুরী।

আপনি আপনার নিজ জেলার জেলা প্রশাসকের অফিসে অবস্থিত প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক বা জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (ডেমো) বা ঢাকায় জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) অফিসের মাধ্যমে এই সকল কাগজপত্র পরীক্ষা করে নিতে পারেন।

বিএমইটিতে রেজিষ্ট্রেশন এর জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

- ফি বাবদ ২০০ টাকা মূল্যের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার অথবা “আমি প্রবাসী” মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করলে ৩০০ টাকা ফি প্রদান করুন
- পাসপোর্ট
- দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি
- ফোন নাম্বার

- নিজ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিক সনদপত্র
- অন্যান্য সনদপত্রের (যদি থাকে) সত্যায়িত কপি

বিদেশে কাজ করার সময় বা বসবাসের ক্ষেত্রে যেকোন সমস্যা হলে করণীয়

- আপনার কাজের স্থান বা ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের সাথে কোন সমস্যায় পড়লে সাথে সাথে বাংলাদেশ দূতাবাসে যোগাযোগ করুন।
- আপনি দূতাবাসের মাধ্যমে বিএমইটি-তে লিখিত অভিযোগ করতে পারেন।
- আপনি সরাসরি অভিযোগ দায়ের করতে না পারলে, বাংলাদেশে বসবাসরত আপনার পরিবারের যেকোন সদস্য আপনার পক্ষে বিএমইটিতে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন।
- ভ্রমণ এবং চাকরি সংশ্লিষ্ট সমস্ত কাগজপত্র অভিযোগ দায়েরের অংশ হিসেবে বিএমইটিতে উপস্থাপন করতে হবে।
- এছাড়াও আপনি যে দেশে কর্মরত, সে দেশের স্থানীয় লেবার কোর্ট, মানবাধিকার সংস্থা বা সমিতি থেকে সহায়তা নিতে পারেন। যে দেশে আছেন সে দেশের আইন-কানুন সম্পর্কে পরিষ্কার ধারনা আছে এমন কারো সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।
- অনলাইনে বিএমইটিতে অভিযোগ দায়ের করুন, www.ovijogbmet.org এই ঠিকানায়

নিরাপদ অভিবাসন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)

৮৯/২ কাকরাইল, ঢাকা ।
ফোন ঃ ০২-৯৩৫৭৯৭২
ওয়েবসাইট ঃ www.bmet.org.bd

অথবা আপনার নিজ এলাকার জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (ডিএমইও)

নিরাপদ অভিবাসনের প্রতিবন্ধকতাসমূহ

নিরাপদ অভিবাসনের ফলে বিদেশে কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশে অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখে। কিন্তু নাগরিকদের সচেতনতার অভাব, যথাযথভাবে আইন না মানা, দালালের দৌরাত্ম এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অবহেলার কারণে নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। নিম্নে নিরাপদ অভিবাসনের কিছু প্রতিবন্ধকতা উল্লেখ করা হলো-

- আমাদের দেশের অধিকাংশ অভিবাসন প্রত্যাশী কর্মী লেখাপড়া কম জানে বা অনেকে স্বাক্ষরজ্ঞান শূন্য। ফলে তারা নিরাপদ

অভিবাসনের জন্য যে ধাপগুলো রয়েছে, সেগুলো জানে না। এজন্য অনেক সময় তারা অনিরাপদ উপায়ে বিদেশ যাওয়ার চেষ্টা করে।

- একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, আমাদের দেশ থেকে মাত্র ৩৪ শতাংশ দক্ষ কর্মী বিদেশে কাজ করতে যায়। যেখানে কম দক্ষ কর্মী বিদেশে যায় ৪৮ শতাংশ। ফলে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান তাদেরকে দীর্ঘ মেয়াদে কাজে রাখতে চায় না। According to the given reference the parcentage of skilled workers is 39% and parcentage of less skilled workers is 43.67% in 2015

- বিদেশে শ্রমিক পাঠানেরা ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখে বেসরকারি রিক্রুটিং এজেন্সীগুলো। এক্ষেত্রে অভিবাসন প্রত্যাশীদের কাছ থেকে বেশি অর্থ আদায় করার অনেক অভিযোগ শোনা যায়। সরকারী পর্যায়ে অভিবাসী শ্রমিক পাঠানোর ব্যবস্থা না করলে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

- অনিরাপদ উপায়ে অভিবাসন বাংলাদেশে এক বিরাট সমস্যা। অনেকে বিদেশ যেতে গিয়ে নিয়ম না জানার কারণে পাচারের শিকার হয়ে থাকে। অনেক সময় বাংলাদেশে অনিরাপদ অভিবাসনের কারণে বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলো যা আমাদের দেশের শ্রমবাজারের জন্য হুমকিস্বরূপ।

- নিরাপদ অভিবাসনে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোতে জনবল কম থাকার অযুহাতে প্রক্রিয়াটি যথাযথ মনিটরিং করা যায় না, আবার কখনও তাদের দায়িত্বশীলতার অভাবও রয়েছে মর্মে জানা যায়।

- বিএমইটি দেশের অভিবাসন প্রক্রিয়া তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের মূল সংস্থা। দেশের সব জেলাতে এখনো তাদের অফিস চালু করা হয়নি। ফলে কোন অভিবাসী প্রত্যাশী কর্মী ভিসা সঠিক কি না তা যাচাইয়ের জন্য সমস্যার মুখোমুখি হয়।

- দক্ষ হওয়ার জন্য কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) যে প্রশিক্ষণগুলো দিয়ে থাকে, অনেকেই সে বিষয়ে জানে না। তাই জনসাধারণকে এ বিষয়গুলো জানানো।

- বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশ দূতাবাসের যে লেবার উইং আছে তা অনেকেই জানেনা। ফলে কেউ বিদেশে থেকে সমস্যায় পড়লে বা বিপদে পড়লে কোথায় অভিযোগ করতে হবে তা জানেনা।

- অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর জবাবদিহিতা বাড়াতে হবে।

হটলাইন সেবাসমূহ

৯৯৯	বাংলাদেশের জরুরি কল সেন্টার। এখানে বিনামূল্যে ফোন করে আপনি জরুরি মুহূর্তে পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও অ্যাম্বুলেন্স এর সাহায্য নিতে পারবেন। এছাড়া যে কোন অপরাধের তথ্যও পুলিশকে জানাতে পারবেন।
১৬৪৩০	সরকারি আইন সহায়তা কল সেন্টার আইনগত যে কোন পরামর্শ বা সাহায্য পেতে বিনামূল্যে কল করুন।
১৬১০৮	মানবাধিকার সহায়ক কল সেন্টার। মানবাধিকার বিঘ্নিত হলে কল করুন (চার্জ প্রযোজ্য)
১৬২৫৬	আপনার ইউনিয়নের সকল তথ্য জানতে কল করুন ইউনিয়ন সহায়তামূলক কল সেন্টারে। (চার্জ প্রযোজ্য)
৩৩৩	জাতীয় তথ্যবাতায়ন কল সেন্টার। বাংলাদেশের যে কোন তথ্য জানতে ও সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলতে কল করুন।
১০৯	নারী ও শিশু নির্যাতন অথবা পাচারের ঘটনা প্রতিরোধে এই নাম্বারে ফোন বা এসএমএস করে তথ্য জানাতে পারেন।
১০৯৮	শিশু নির্যাতন, শিশুপাচার, বাল্যবিবাহ রোধে এবং শিশুদের আইনি সেবা দিতে এই হেল্পলাইন সাহায্য করে।

ব্লাস্ট হেল্পলাইন : ০১৭১৫২২০২২০

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট

১/১, পাইওনিয়র রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০

+৮৮ (০২) ৮৩৯১৯৭০-২

mail@blast.org.bd

facebook.com/BLASTBangladesh

www.blast.org.bd